তারেক রহমান কোনো রাজনৈতিক নেতা নয়: হানিফ

তারেক রহমান কোনো রাজনৈতিক নেতা নয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, তারেক রহমান কোনো রাজনৈতিক নেতা নয়, মা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন। এই দণ্ডপ্রাপ্ত বিদেশে পলাতক আসামির বিরুদ্ধে অগনিত মামলা রয়েছে। তার কথামত বিএনপির নেতাকর্মীরা নির্বাচন বানচাল করতে চোরাগুপ্তা হামলা চালাচ্ছে। বাসে-ট্রাকে আগুন দিয়ে মানুষের জানমালের ক্ষতি করছে। যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গায় তাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

আজ শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে স্বনির্ভর পরিবেশ বান্ধব দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, বিএনপি যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলমান রাখে তবে আগামীতে এই দলটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর আইনের সর্বচ্চ প্রয়োগ করা হচ্ছে। অচিরেই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড নিমূল হয়ে যাবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনিবার্য, তাই নির্বাচন কমিশন ১৮ তারিখ থেকে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত নির্বাচন কেন্দ্রীক ছাড়া আর কোনো কর্মসূচী পালন করা যাবে না এই সিদ্ধান্ত একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

পরে বিভিন্ন কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. সেলিম তোহা, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

যুবলীগের কমিটি বৈধ্য। তাই আমরা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি বিলুপ্তি ও বহিষ্কারদেশের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গড়াইটুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশ, তিতুদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদ রেজাসহ নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দসহ নেতা কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নৌকার ৩ প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি ভাঙার অভিযোগে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের মনোনীত ৩ সংসদ সদস্য প্রার্থীকে শোকজ করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কমিটি ঝিনাইদহ-১, ২ ও ৪ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো: সোহাগ তালুকদার এবং নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি ও যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো: তৌফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠি দিয়ে তাদের কাছে আচারণ বিধি লঙ্ঘনের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

শোকজকৃতরা হলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হাই এমপি,ঝিনাইদহ-২ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী তাহজীব আলম সিদ্দিকী এমপি ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের প্রার্থী আনোয়ারুল আজীম আনার এমপি।

একই সাথে ঝিনাইদহ-৪ আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আনারের কর্মী মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রসুল ওরফে গো-রসুল,উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান ওয়াহিদুজ্জামান ওদু ও কালীগঞ্জ উপজেলা কমিউনিটি পুলিশের সাধারন সম্পাদক ইমদাদুল হক সোহাগকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়,আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দের আগেই ওই সকল প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকেরা শতশত মোটরসাইকেল নিয়ে মহড়া দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি প্রদান করে আসছিল। অনেক এলাকায় দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে নৌকা প্রতীকের পক্ষে মিছিল করে জনমনে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

এছাড়াও নির্বাচনী এলাকায় নৌকা প্রতীকের পক্ষে বিভিন্ন সভা- সমাবেশের নামে প্রতিপক্ষ প্রার্থীদেরকে নিয়ে অশালীন বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম জানান,অবাধ,সুষ্ঠু,নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিতামুলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। যারাই নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় তিন প্রার্থীসহ তাদের কয়েকজন কর্মীকে শোকজ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার খোকসাতে দুইপক্ষের সংঘর্ষ: আহত-৭

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে কুষ্টিয়ার খোকসায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৭জন আহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে খোকসা উপজেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের ধোকড়াকোল কলেজ মোড়ে সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে নৌকা সমর্থক ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুই পক্ষই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

উক্ত সংঘর্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষের আহত ব্যক্তিরা হলেন, ধোকড়া কোল গ্রামের মৃত কাজেম আলীর ছেলে মো. রবিউল ইসলাম (৫০)। মৃত জামাল হোসেনের ছেলে মো. জিকু হোসেন (৩২) জালাল হোসেনের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪০) মসলেম এর ছেলে মো. সালাম হোসেন (৪০)

আমবাড়ীয়রা গ্রামের মৃত কোরবান আলীর ছেলে মো. চুন্নু প্রামানিক
(৩৫) ।

নৌকার প্রার্থীর পক্ষের আহতরা হলেন, ধোকড়াকোল গ্রামের মো. মজিবার রহমান এর ছেলে মো. আমিরুল ইসলাম (৩৫) আব্দুল বারেক শেখ এর ছেলে মো. হাসান আলী (২২) । আহতদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এবং খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আননূর যায়েদ বলেন, সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়ার পর পরই পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে এলাকায় শান্ত অবস্থায় বিরাজ করছে। এবিষয়ে থানায় লিখিত কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া-৪(কুমারখালী-খোকসা) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ। এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

মেহেরপুরে আঃলীগের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয়ক কমিটির অনুমোদন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয়ক উপ-কমিটির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।

বুধবার ১৩ ডিসেম্বর রাতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খুলনা বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রধান সমন্বয়ক পারভিন জামান কল্পনা স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়।

ইতোপূর্বে গত ১৭ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ১৫ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে একটি ছিল নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয় উপ-কমিটি। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সমন্বয়ক উপ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অ্যাম্বাসেডর মো. জিয়া উদ্দিনকে এবং দলের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়েশা খান এ উপ-কমিটির সদস্য সচিব।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খুলনা বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রধান সমন্বয়ক পারভিন জামান কল্পনা স্বাক্ষরিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা কমিটিতে রয়েছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম রেজা এবং অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য তানভীর শাওন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার আব্দুল মতিন, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আকবর জালাল, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজা খাতুন, জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, সদস্য মোঃ আতিয়ার রহমান হীরা, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা তূর্য বিশ্বাস ও আব্দুস সামাদ সোহাগ, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি রাজিব, বামুন্দি ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি জিয়ারুল হক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা রানা নাঈম, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক নেতা মাসুদ রানা ও জেলা তাঁতি লীগের সভাপতি সুবাদ মিয়া।

স্থাবর ও অস্থাবর কোন সম্পদ নেই মোখলেছুর রহমান মুকুলের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল। ইতোপূর্বে তিনি দুইবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করলেও একবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন এবং আরেকবার তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিলো।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করলে আপিলের মাধ্যমে তিনি তার মনোনয়নের বৈধতা পান। তবে বর্তমানে তার কোন নগদ টাকা, ব্যাংক আমানত এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ কিছুই নেই।

মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনে মোখলেসুর রহমান মুকুল আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন।দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর বিদ্রোহী হয়ে তিনি এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দেওয়া আছে তার সাথে একাদশ ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।
বর্তমানে হলফনামা অনুযায়ী মোখলেসুর রহমান মুকুলের পেশা ব্যবসা। ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় হয় ২ লাখ টাকা। এছাড়াও তিনি কৃষি খাত থেকে বছরে আয় করেন ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা।

তার কোন নগদ ও ব্যাংকে জমাকৃত টাকা নাই।কোন স্বর্ণালংকার নেই, এমন কি কোন গাড়ি ও নেই। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৪৫ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৮০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র। এদিকেন আর তার স্ত্রীর খবর ও অস্থাবর সম্পদ এমনকি নগদ টাকা,স্বর্ণালংকার কিছুই নাই।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জমা দেয়া হলফনামাতে ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় ছিল ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং কৃষি খাত থেকে তিনি বছরে উপার্জন করতেন ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। তার নিজের ছিল ৩৬ হাজার টাকা সমমূল্যে ৫ ভরি স্বর্ণ, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ছিল ৪৫ হাজার টাকার ও আসবাবপত্র ছিল ৮০ হাজার টাকা সমমূল্যের।

সে সময় তার নগদ ২ লক্ষ টাকা ছিল এবং ব্যাংকে জমা ছিল ১ লাখ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য খাত থেকে তিনি বছরে ১১ লাখ টাকা উপার্জন করতেন। অপরদিকে সে সময় তার স্ত্রী ছিল নগদ ১ লাখ টাকা, ৮০ হাজার টাকা সমান মূল্যের ২০ ভরি স্বর্ণালংকার, ৮০ হাজার টাকা সমাবুলের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৪০ হাজার টাকা সমান মূল্যের আসবাবপত্র।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় মোখলেসুর রহমান মুকুলের স্থাবর সম্পদের মধ্যে তার ছিল নিজ নামে ২২ বিঘা কৃষি জমি ও যৌথ মালিকানায় ৩০ বিঘা কৃষি জমি, যৌথ মালিকান ১০ কাঠা অফিসে জমির

উপরে বসত বাড়ি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি দালান, যৌথ মালিকানার একটি এপার্টমেন্ট এবং দুই বিঘা জমিতে খামার।

কুষ্টিয়ার বারুইপাড়া ইউনিয়নে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি জামাতের হরতাল অবরোধ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে মশান বাজারে এই শান্তি সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্যে দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী জননেতা কামারুল আরেফীন বলেন, ১৯৭৩ সালের পরে এ আসনে কোন আওয়ামী লীগের এমপি ছিলোনা। যেখানে পাশের সংসদীয় আসনে বড় বড় মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেখানে হাসানুল হক ইনু এমপি নির্বাচিত হয়ে বিগত ১৫ বছরে তেমন কোন উন্নয়নমুলক কাজ করেননি, সংসদেও তেমন কোন উন্নয়নের কথা বলেননি। মিরপুর-ভেড়ামারাবাসী চিরকালই উন্নয়ন বঞ্চিত হয়েছে। তবে আমি যদি এমপি নির্বাচিত হই, তাহলে আমি মিরপুরে একটি কৃষি ইন্সটিটিউট অথবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবো।

মিরপুর-ভেড়ামারাবাসীর জন্য কিছু করতে চাই উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিগত সময়ে এলাকার জনগন ভোট দিয়ে আমাকে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিলো। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আগামী দিনেও এলাকার মানুষের জন্য কাজ করবো।

কামারুল আরেফিন বলেন, বিএনপির নেতাকর্মীরা দেশে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে জনগণের জান-মালের ক্ষতি করছে। তাদের সকল অপশক্তি প্রতিহত করতে শান্তি সমাবেশ অব্যাহত থাকবে। দেশের উন্নয়নে বাধা দিতে আসলে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে জীবনযাপনের স্বার্থে তা কঠোর হাতে প্রতিহত করবে। এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যা করার দরকার

তাই করতে চাই। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজপথে নেমেছি, আছি, থাকবো ইনশাআল্লাহ।

শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. আব্দুল হালিম বলেন, ধার করা মাঝিকে না দিয়ে প্রকৃত নৌকার মাঝিকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবো। ২০০৮ সালের আগে ইনু সাহেব তিন বার এম নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু এমপি হতে পারে নি। পরে তিনি নৌকায় উঠে এমপি হয়েছিলেন। সংসদে মিরপুর-ভেড়ামারার কথা বলেন নি তিনি। এ আসনের উন্নয়ন করতে ব্যার্থ হয়েছে। তিনি বলেন, শান্তির লক্ষ্যে আমরা এই শান্তি সমাবেশ করছি। বারবার ঘুগু তুমি খেয়ে যাও ধান। সেটি আর এবার হতে দেওয়া হবে না। আমরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কামারুল আরেফিন কে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবো।

তিনি বলেন, নৌকার মাঝি জনগণ। সুতরাং জাসদ সভাপতি হয়ে এখনো আপনি নৌকায় উঠে এমপি হতে চান। আপনি তো সুবিধা নেন আওয়ামী লীগ থেকে। আগামী ৭ তারিখে জনগণের ভোটের মাধ্যমে রায় দেবে আপনি কোন সে জাতীয় নেতা।

বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক মোমিনুল হক মোমিনের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের উপ-কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি সুরঞ্জন ঘোষ, উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রুহুল আলম হোসেন, প্রচার সম্পাদক বিএম জুবায়ের রিগ্যান, দপ্তর সম্পাদক রাশেদুজ্জামান ছন্দ, চিথলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান এনামুল হক বাবলু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা,মিরপুর উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আসলাম আরেফিনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় সাবেক যুবলীগ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকবো শোকজের জবাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

আচরণবিধি ভঙ্গের কথা অস্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে আরো সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দেওয়া শোকজের উত্তর দিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধিরা।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামরায় শোকজের উত্তর দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মনোনিত প্রতিনিধিগণ।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে শোকজের উত্তর দিতে আসেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী দুলাভাই বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন ও অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম।

অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয় থেকে জানা গেছে, শোকজ এর উত্তরে প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধিরা বলেছেন, ‘জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরে মেহেরপুর এসেছিলেন। সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা অসুস্থ শুনে তিনি মানবিক কারণে রাষ্ট্রীয় গাড়ি ব্যবহার করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান কে দেখতে তার বাড়ি যান। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী দুই বারের নির্বাচিত সাংসদ হওয়াতে এলাকায় তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তার আগমনের খবর পেয়ে সাধারণ জনগণ চেয়ারম্যানের বাসভবনে সামনে ভিড় করে। এসময় তিনি চার দেয়াল এর মধ্যে তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন মাত্র, কোন জনসভা করেননি।’ একই সাথে নির্বাচনের আচরণবিধে নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে আরো সতর্ক থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জনপ্রশাসন

প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে গত রবিবার নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ নোটিশ করেছিলেন। নোটিশে বলা হয়েছিল, ‘কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের শোলমারীস্থ বাসভবনের সামনে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারি গাড়িযোগে পুলিশ প্রটোকলসহকারে জনসভায় উপস্থিত হন। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২ ও ১৪ (২) এর লঙ্ঘন।’

আসন ভাগাভাগি নিয়ে ১৪ দলীয় জোটে কোন অসন্তোষ নেই: হানিফ

আসন ভাগাভাগি নিয়ে ১৪ দলীয় জোটে কোন অসন্তোষ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

হানিফ এমপি বলেন, নিয়মিত বৈঠক চলছে, খুব দ্রুত আসন ভাগাভাগির বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে এবং জোটের শরীক দলের প্রার্থীরা নৌকা প্রতীক নিয়েই ভোট করবে। এছাড়াও আসন বন্ঠনের বাইরেও ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থীরা কোথাও দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতে চান সেটাও তারা পারবেন। ‘তবে ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থীরা তাদের আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী চান না’ এমন প্রশ্নে হানিফ বলেন, ওইসব আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে আছে না আছে সে বিষয়ে কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

সোমবার (১১ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা অডিটোরিয়ামে (১১ ডিসেম্বর) কুষ্টিয়া মুক্ত দিবসের আলোচনায় অংশ নেওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মাহবুবউল আলম হানিফ এসব কথা বলেন।

এসময় অপর এক প্রশ্নের জাবাবে হানিফ বলেন,এ দেশে গুম খুনের

রাজনীতি শুরুই করেছিলো বিএনপি। বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে গুম খুনের রাজনীতি শুরু করেন। তারা আবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলে।

হানিফ আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করার ঘটনা ছিলো সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লংঘন। এই নিষ্ঠুর ঘটনার সাথেও জিয়াউর রহমান জড়িত ছিলো। বিএনপির সময়কালে ২৫ থেকে ২৬ হাজার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছিলো। সেই বিএনপি নেতাদের মুখে গুম-খুন ও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ মানায় না। এটা হাস্যকর।

পরে মুক্তিযোদ্ধাদের আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবসের আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন হানিফ।

এর আগে শহরে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবসের র্যালী করে মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর ম্যূরালে ফুল দেন তারা।